অমর
চিত্র
কথা
নং 315 টা 4.00
স্বর্ণময় বালি
নেপালের পৌরাণিক কাহিনী
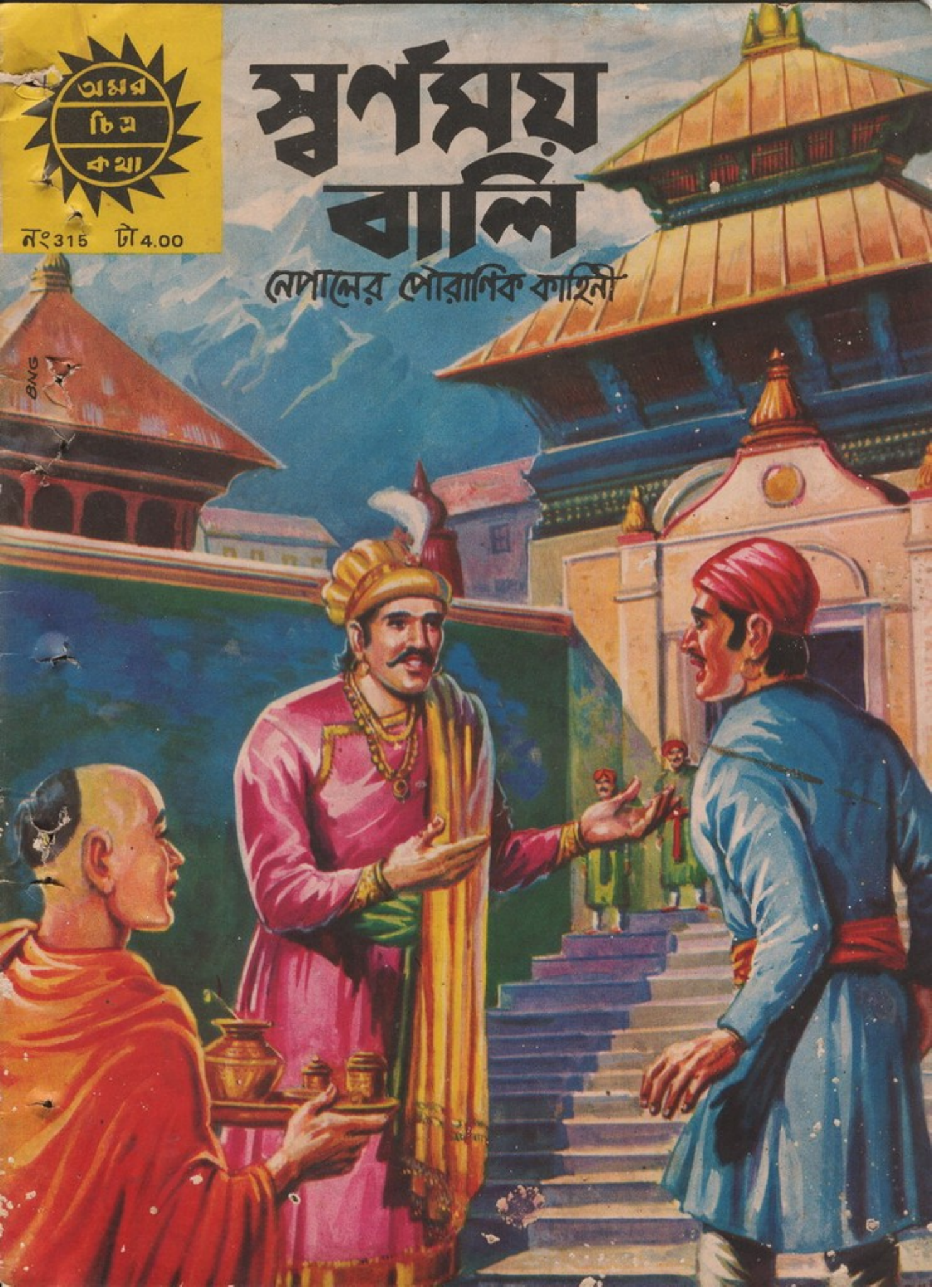
স্বর্ণময় বালি

একদিন সকালে যখন কাঠমাণ্ডুর বালি ব্যবসায়ী সাখওয়াল বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন, দেখলেন দুজন মজুর সেইদিকে আসছে...
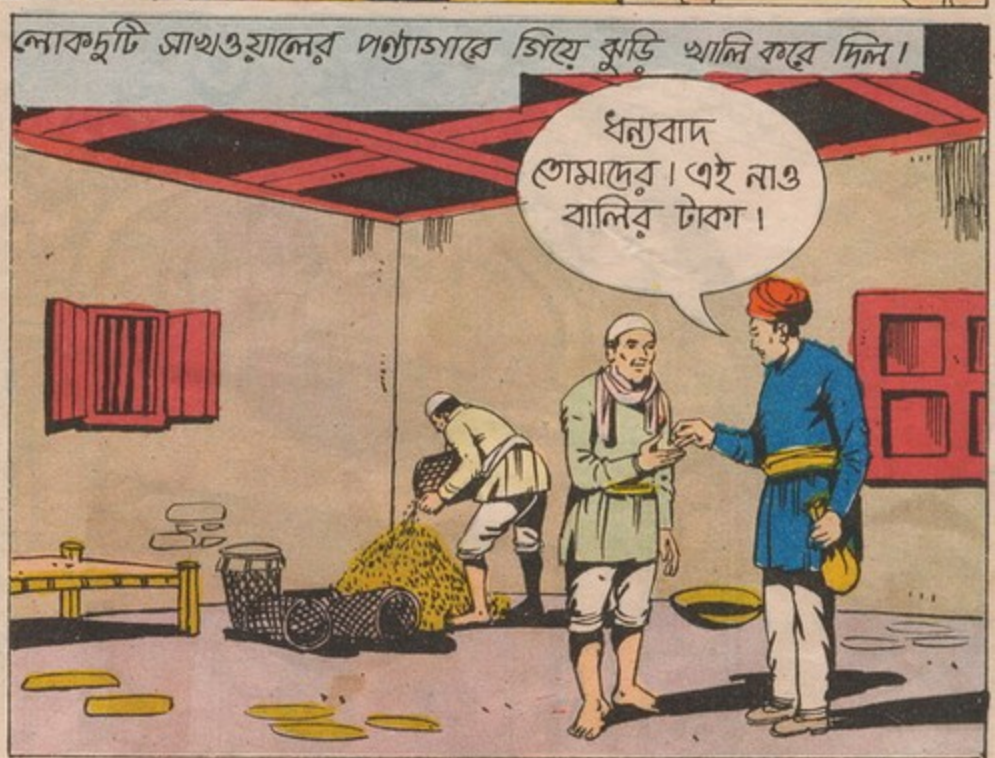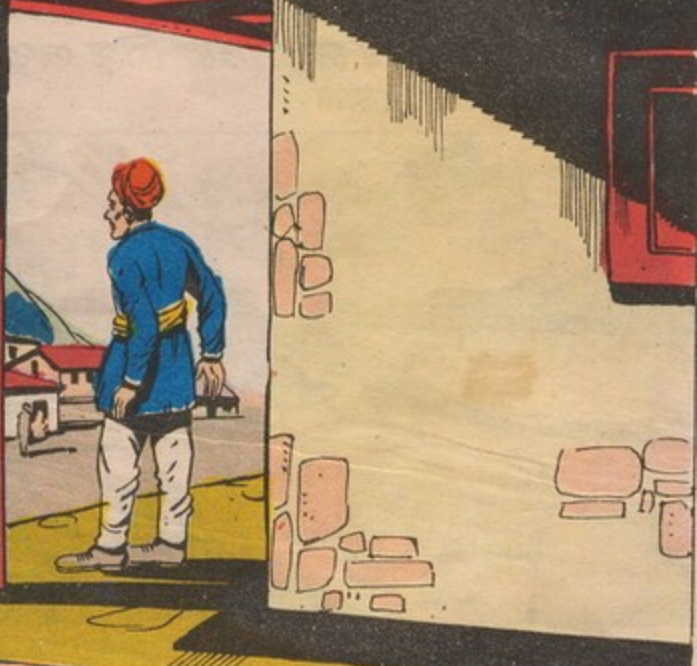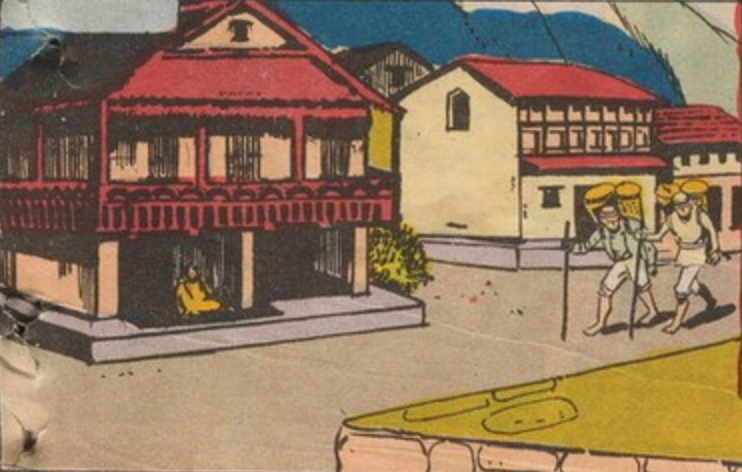
তারপর তারা ভাঁতিখু ও বিষ্ণুমতীর সংযোগ-স্থলে অবস্থিত তীর্থ লখু ফিরে গিয়ে আবার তাদের ঝুড়ি ভর্তি করল...
...এবং সেগুলি বয়ে আনল।
ভাদগাঁওয়ের* রাজপ্রাসাদে
আমরা বালি নিয়ে এসেছি, মহারাজ।
উত্তম! ঐখানে নামাও।
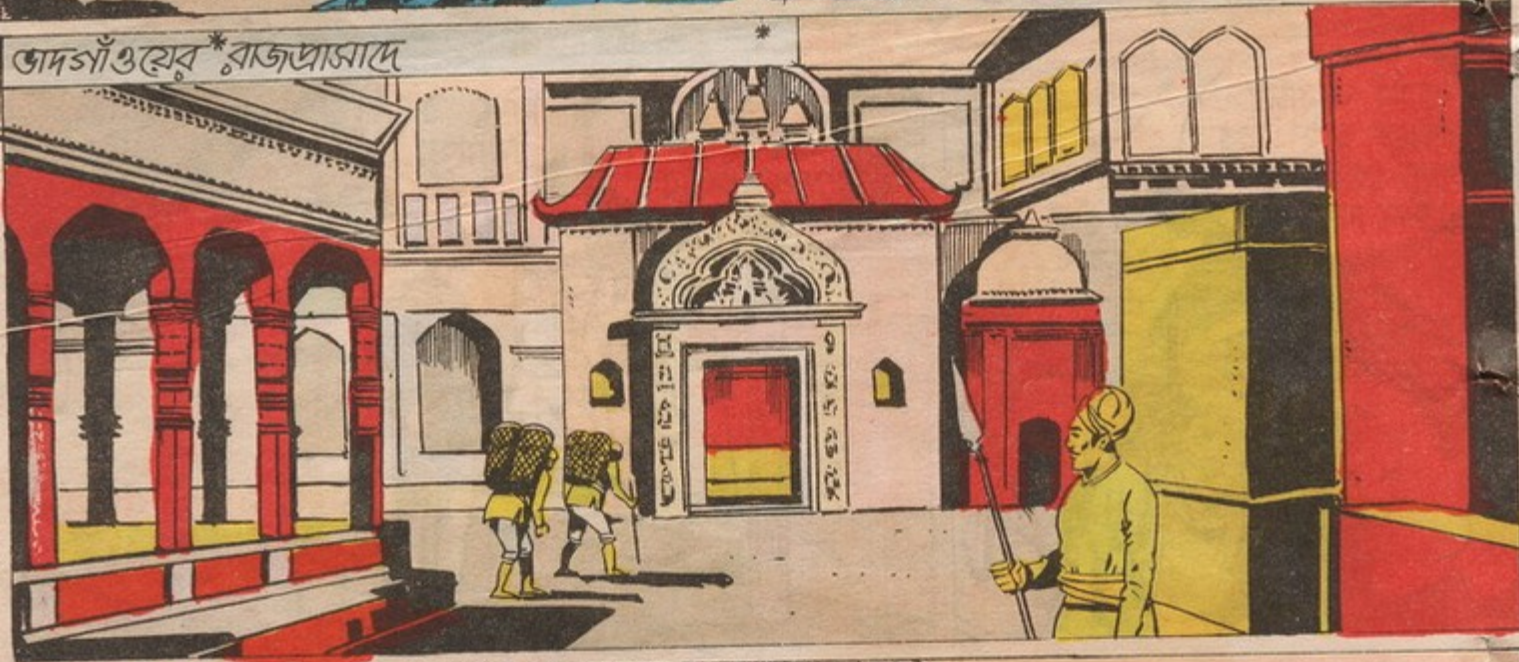
কয়েক ঘন্টা পরে—

না!

এ এখনও বালি! নিছক বালি!

রাজা সব ঝুড়িগুলির বালি পরীক্ষা করলেন ।

মন সময় সাখওয়ালের পণ্যাগারে—
এভাবে বালি চকচক করছে কেন?
উঃ ... কী এ? আরে! অহো! অবাক কাণ্ড বটে!
এ সোনার গুঁড়ো!
আমার উচিত ছিল একে বিনে রাখা।
কিন্তু সেইদিন রাত্রে সাখওয়ালকে সন্দেহে পেয়ে বসল।
আমার পণ্যাগারে আমি যা দেখলাম তা কি সত্যি? তা কি আমার? আমার রাখা উচিত ... না ... ঠিক আছে, আমি এর ওপরে ঘুমুব, তারপর বিচার করব।
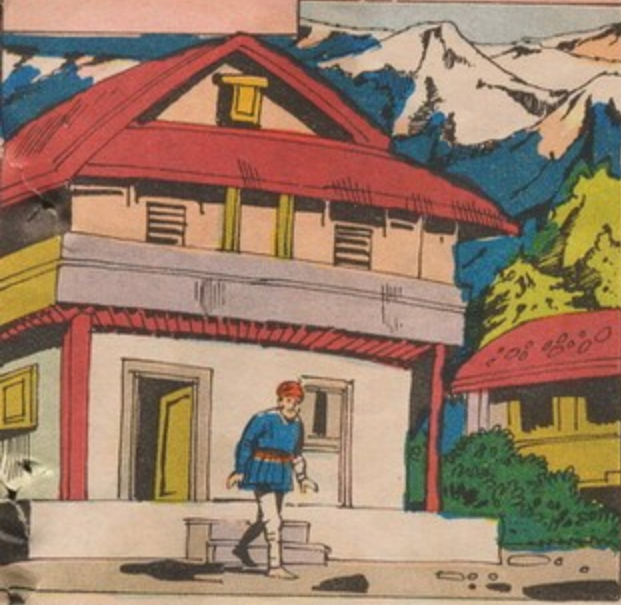
পরদিন সকালে তিনি বাড়ি থেকে বেরুলেন।
বাজারের ভেতর দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন, সমস্যা তখনও মাথায় জট পাকিয়ে।
...যেই পেছন থেকে কার কণ্ঠস্বর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল।
দয়া করুন সাহুজী!
সাখওয়াল ধীরে পিছু ফিরলেন—
দয়া করে আমার জমি-জমা গরুবাছুর অপহরণ করবেন না সাহুজী! আমি মারা পড়ব!
আমাকে আর কিছু সময় দিন! দয়া করে! আমি শপথ করছি প্রতিটি পাই পয়সা মিটিয়ে দেব!
এই রকমই বলেছিলে গত মাসে, একমাস আগে।

না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। আমার পাওনা মেটাও এক্ষুনি, নচেৎ...
ওয়ালা বৃদ্ধলোকটির ভূমিকায় নিজেকে কলপনা করলেন।
এবং তিনি জানতেন কী করতে হবে তাঁকে।
এই নাও, ওর খত ওকে ফিরিয়ে দাও।
তুমি...!
তুমি... হীনজন্মা..
আমি হীনজন্মা হতে পারি, আমি অপবিত্র হতে পারি...
কিন্তু আমার সোনা তা নয়। নাও ধরো!

মহাজন সোনা নিয়ে বেচারা খাতককে খত ফেরত দিল।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন... সে চলে গেছে!

বাপুজী!
কিন্তু সাখওয়াল কানে কম শুনতেন।

য-দৃশ্য এইমাত্র তিনি দেখলেন, তাঁকে ভাবিয়ে তুলল।
ওর মতো শ'শ' লোক থাকতে পারে...

যারা নিষ্ঠুর মহাজনের খপ্পরে পড়ে ধনেপ্রাণে মরতে বসেছে... হুঁ...

তিনি সোজা রাজা জয়দেব মল্লের দরবারে গেলেন।
প্রণাম, মহারাজ!

আপনাকে আমার কিছু বলার আছে, মহারাজ!
হ্যাঁ? বলুন।

বলছিলাম কি— আমি গতকাল কিছু বালি কিনেছিলাম। এবং প্রায় বার ঘন্টা বাদে...

যখন তিনি তাঁর বলা শেষ করলেন—
মহারাজ, আমি ঐ সোনা যারা মহাজনের খপ্পরে পড়ে, তাদের মুক্ত করার জন্য ব্যবহার করতে চাই।

আপনার অনুমতি পাব, মহারাজ? এবং আপনার আশীর্বাদ?

আশীর্বাদ? অনুমতি?

নররত্ন, আপনার চেয়ে বলবান লোকেরা সোনা আঁকড়ে বসে থাকবে...
...আর আপনি তা দিয়ে অন্যকে ঋণমুক্ত করতে এগিয়ে যাবেন?
মহান সাখওয়াল, আপনাকে অভিবাদন করার অনুমতি দিন।
তারপর রাজা সভাসদদের দিকে ফিরলেন।
সাখওয়ালের মতো ব্যক্তি দুর্লভ। তাঁর নামেই হোক তাঁর চরিত্রের পরিচয়।
আজ থেকে বিশ্বপিতা ভগবান বিষ্ণুর নামানুসারে তিনি শঙ্খধর নামে পরিচিত হবেন।
শঙ্খধরের জয়!
শঙ্খধরের জয়!

এবং এই মহান উপলক্ষকে স্মরণে রাখতে আমরা যে ক্যালেণ্ডার অনুসরণ করি এখন থেকে তা শঙ্খধর সম্বত নামে পরিচিত হবে। সেই সম্বতের শুরু এই মহান দিন দিয়ে।

মহারাজ জয়দেবের জয়!

শঙ্খধর দীর্ঘজীবী হোন!

যখন শঙ্খধরের ইচ্ছার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল, দূর-দুরান্ত থেকে লোকে আসতে লাগল, তিনি তাদের সাহায্য করতে লাগলেন।

শীঘ্রই—

আজ আর কেউ এল না। দেশে আর একজনও ঋণগ্রস্ত লোক নেই! আহ্!
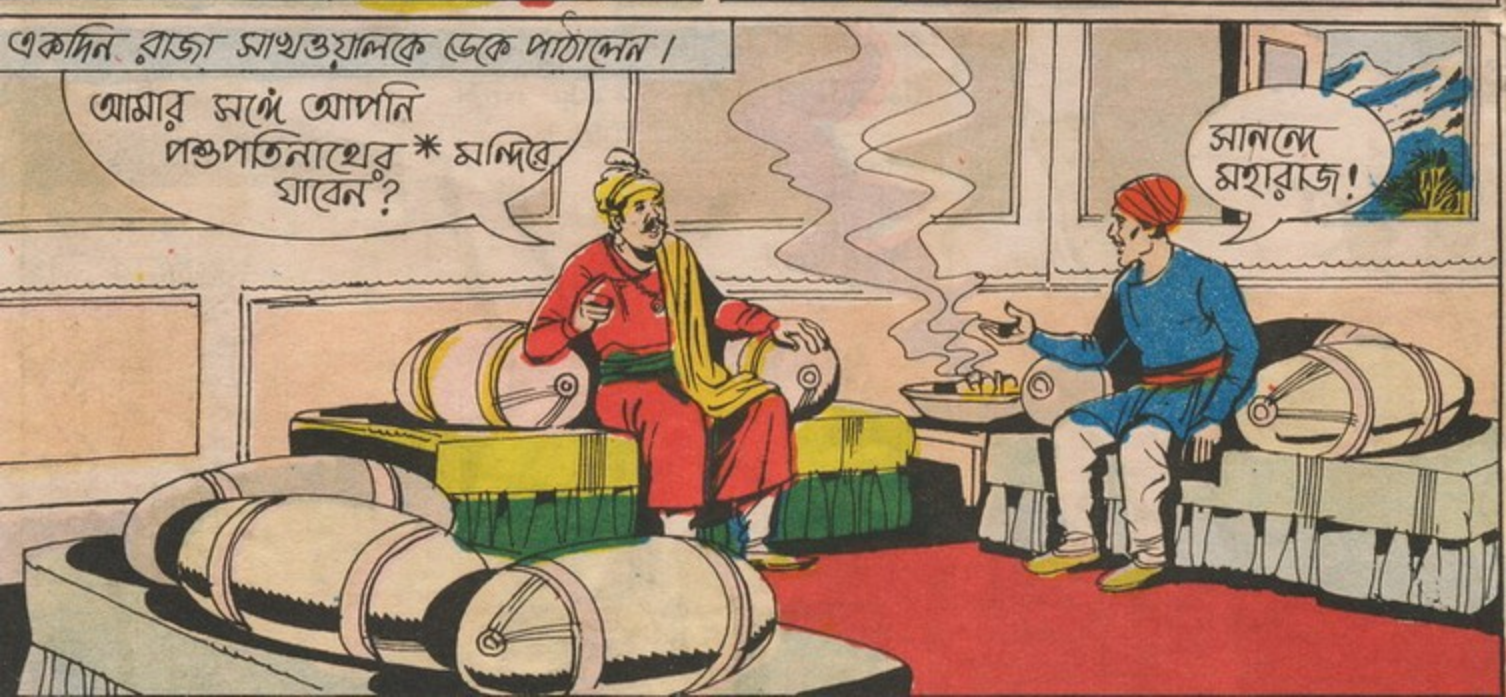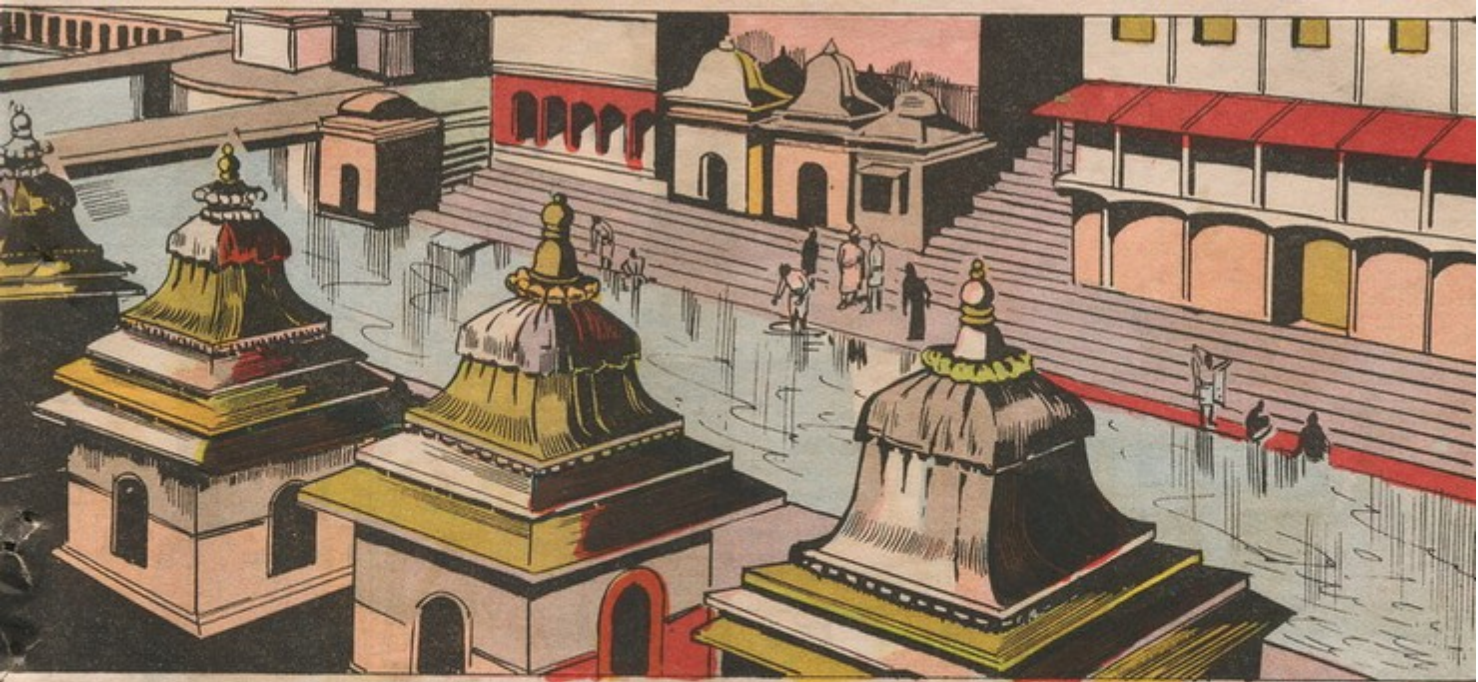
যখন তাঁরা প্রবেশদ্বারে পৌঁছুলেন—

কারো জাত নির্দিষ্ট হয় চরিত্র দিয়ে, জন্ম দিয়ে নয়।
সারা দেশে আজ আপনার চেয়ে উঁচু জাতের কেউ নেই।
পরমানন্দে শঙ্খধর মন্দিরে প্রবেশ করলেন।
পশুপতিনাথের জয়!
শঙ্খধরের জয়!
মহারাজ জয়দেবের জয়!
কিছুদিন পরে শঙ্খধরের একটি প্রস্তর মূর্তি স্থাপিত হল মন্দিরের দক্ষিণদ্বারে। এবং আজও নেপালে শঙ্খধর সম্মত অনুসৃত হচ্ছে।

মা

লামজুংএর** রাজা নরহরিশাহের ভাই দ্রব্যশাহ ছিলেন দুঃসাহসিক, নির্ভীক ও উচ্চাভিলাষী যুবক।

লিগলিগের* লোকেরা শীঘ্রই তাদের বার্ষিক দৌড়ের অনুষ্ঠান করতে চলেছে এ-বছরের নতুন রাজা নির্বাচনের জন্য।

এবং কী সে দৌড়! পাহাড়ের ওপর-নিচ করে!

ঐ বিরাট দৌড়ের দিন, দশহরায় তিন বন্ধুতে লিগলিগের উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন।
দৌড় শুরু হল পাহাড়ের পাদদেশে।
অগ্রনী দৌড়িয়ে কাছাকাছি হতেই পাহাড়ের চুড়োর কাছে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী লুকিয়ে থাকা দ্রব্যশাহ...
...যোগ দিলেন।
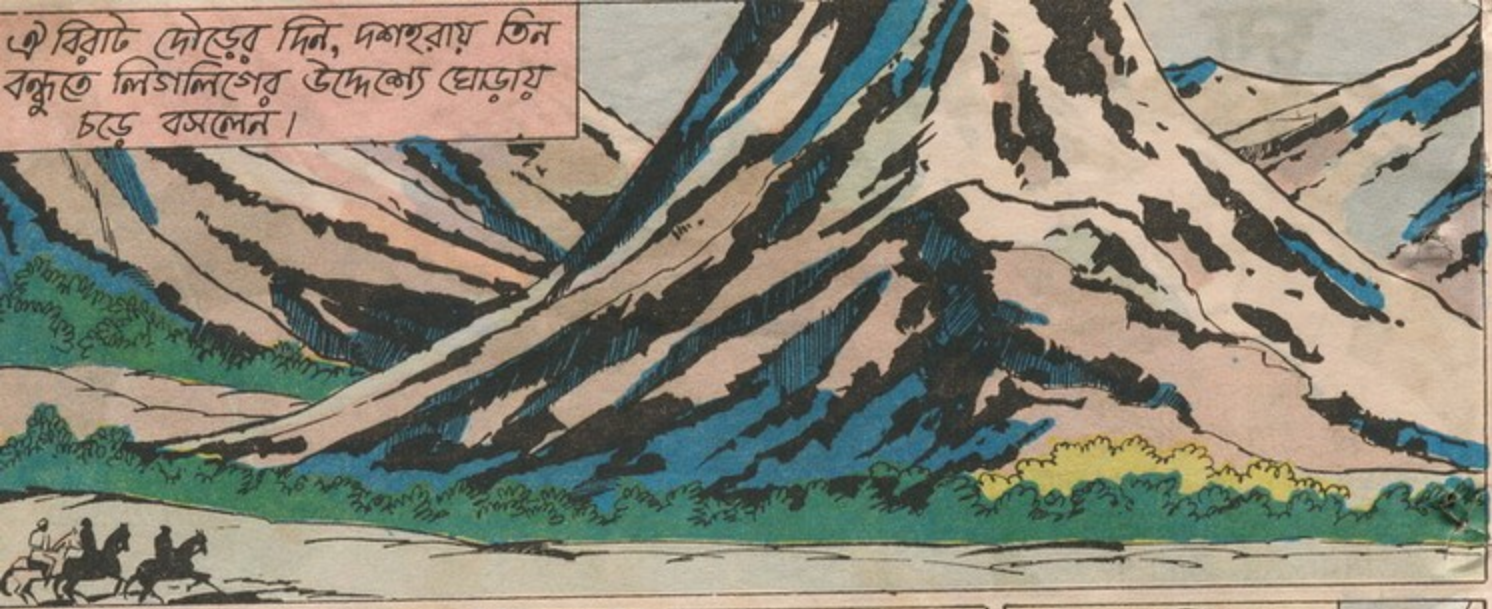
পুরোহিত নির্দ্বিধায় গলায় পরিয়ে
দিলেন বিজয়মাল্য...

...এবং দৌড়ে নিচে নেমে এলেন...
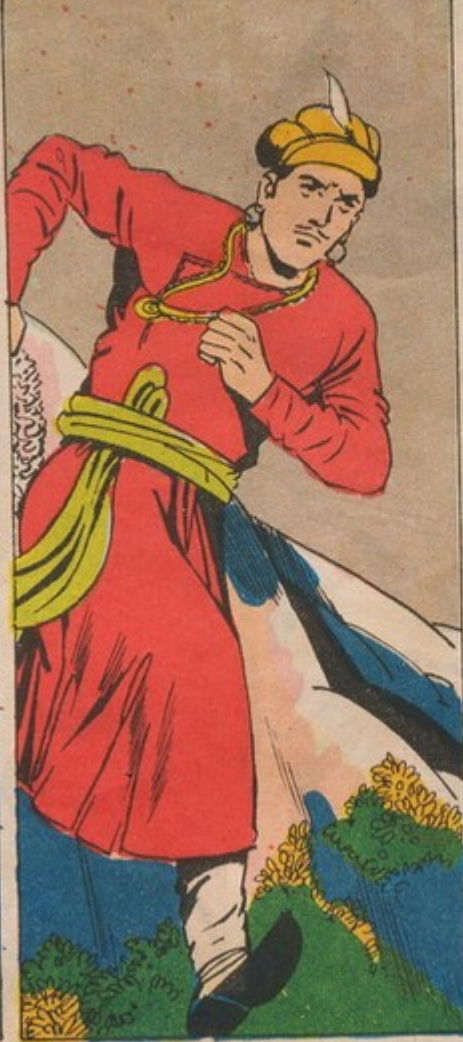
...প্রতীক্ষারত জনতার কাছে।
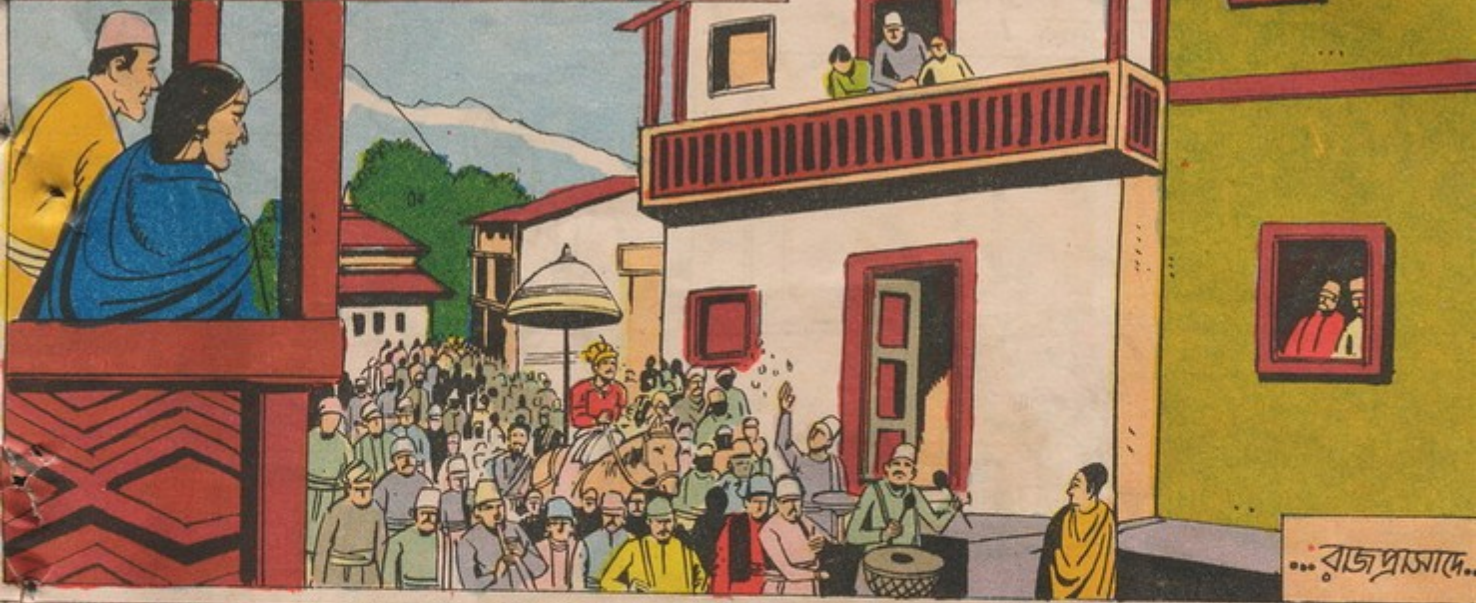
উগ্রশাহকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হল...
...রাজপ্রাসাদে...
...এবং সিংহাসনে বসানো হল।
মহারাজ আপনার প্রথম আদেশ কী?
উত্তম...
এখন থেকে প্রতিবছর যেভাবে রাজা নির্বাচিত হন সেই পদ্ধতির পরিবর্তন হবে।
একজন স্থায়ী রাজার অধীনেই লিগলিগের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব।

তারপর দ্রব্যশাহ তাঁর মা বসন্তবতীর সঙ্গে দেখা করতে লামজুং রওনা হলেন।

প্রণাম, মা।
তোমার আশীর্বাদে তোমার অন্য ছেলেও আজ রাজা হয়েছে।

ব্যস, ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন।

তারপর তিনি নরহরিশাহের কাছে গেলেন। তিনি অবশ্য আগেই খবর পেয়েছিলেন।

ভাল কথা, দ্রব্য, তুমি লামজুং ও আমার জন্যে গৌরবের বার্তা এনেছ।

আমি লামজুংরাজ লিগলিগেরও রাজা হব। আমার ভাণ্ডার এখন উছলে পড়বে, আমার...

কিন্তু যে-রাজ্য আমি জয় করেছি তা কেবলমাত্র আমারই।

বলেই দ্রব্যশাহ চলে গেলেন।
তোমার সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য!

বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো।

দ্রব্যশাহ তাঁর রাজধানীতে ফিরলেন...
..এবং এক সেনাবাহিনী গড়লেন..

...এবং তাঁর রাজ্যবিস্তার করলেন।

তারপর একদিন তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে বার্তা পেলেন।

রাজা নরহরিশাহ হুজুরকে জয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

এবং তিনি চান তাঁর বকেয়া প্রণামীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

কিসের প্রণামী?

আমার দাদাকে বলবেন তাঁর অভিনন্দনের উত্তরে যখন তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তখন...
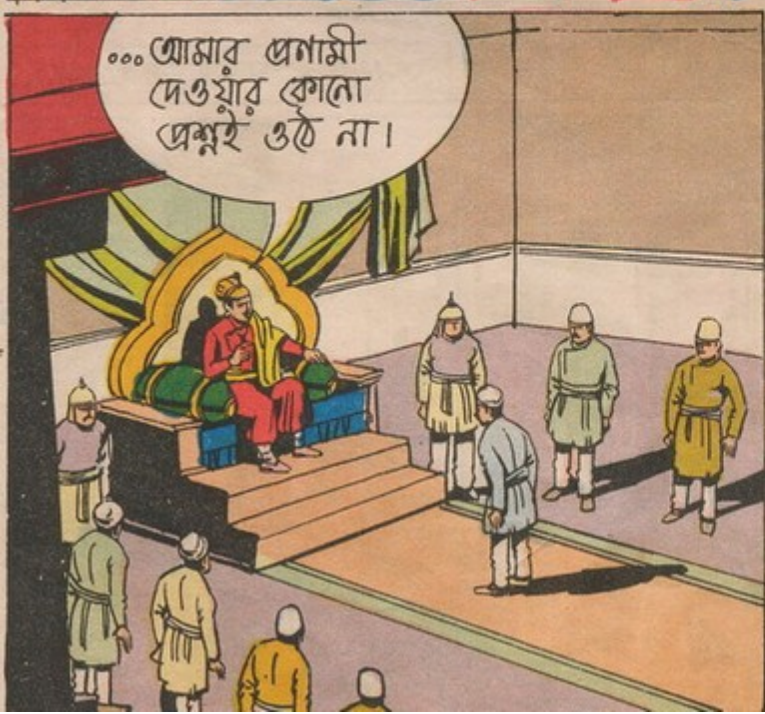
দূত চলে যাবার পর—
যদি আমাকে ভয় দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার কথা সে ভাবে, তবে তার নতুন করে চিন্তা করা উচিত।
যখন দূত নরহরিশাহের দরবারে পৌঁছুল—
কী! সে আমাকে, তার দাদাকে অসম্মান করতে সাহস করে!
আমরা তাকে মাঘ* মাসে পবিত্র চেপেতে স্নানের পর আক্রমণ করব।
যখন রানীমা একথা শুনলেন—
একই মায়ের ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধ! না, কখনই না!
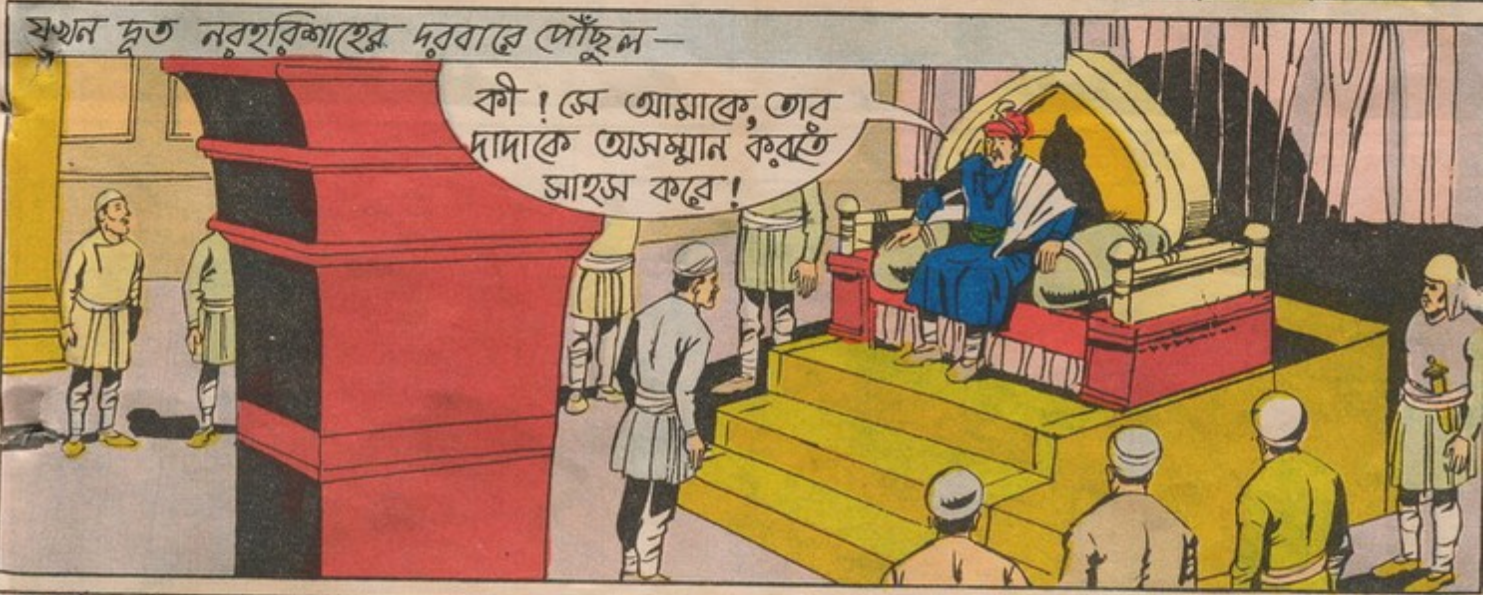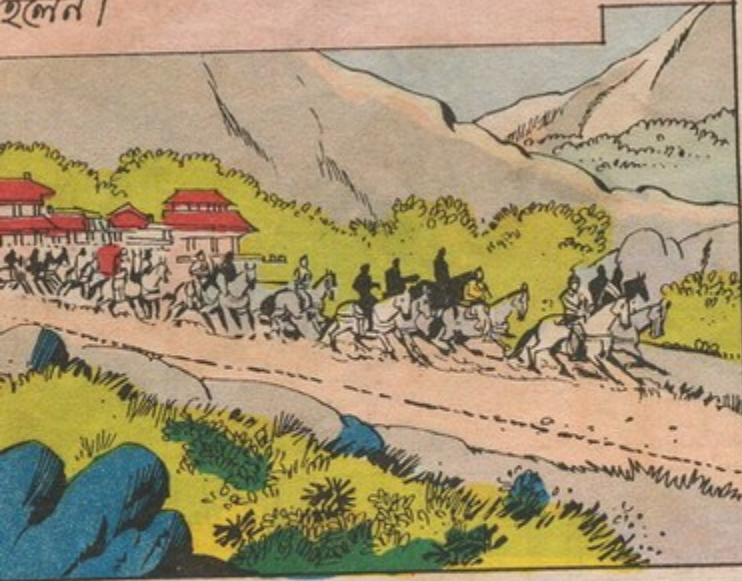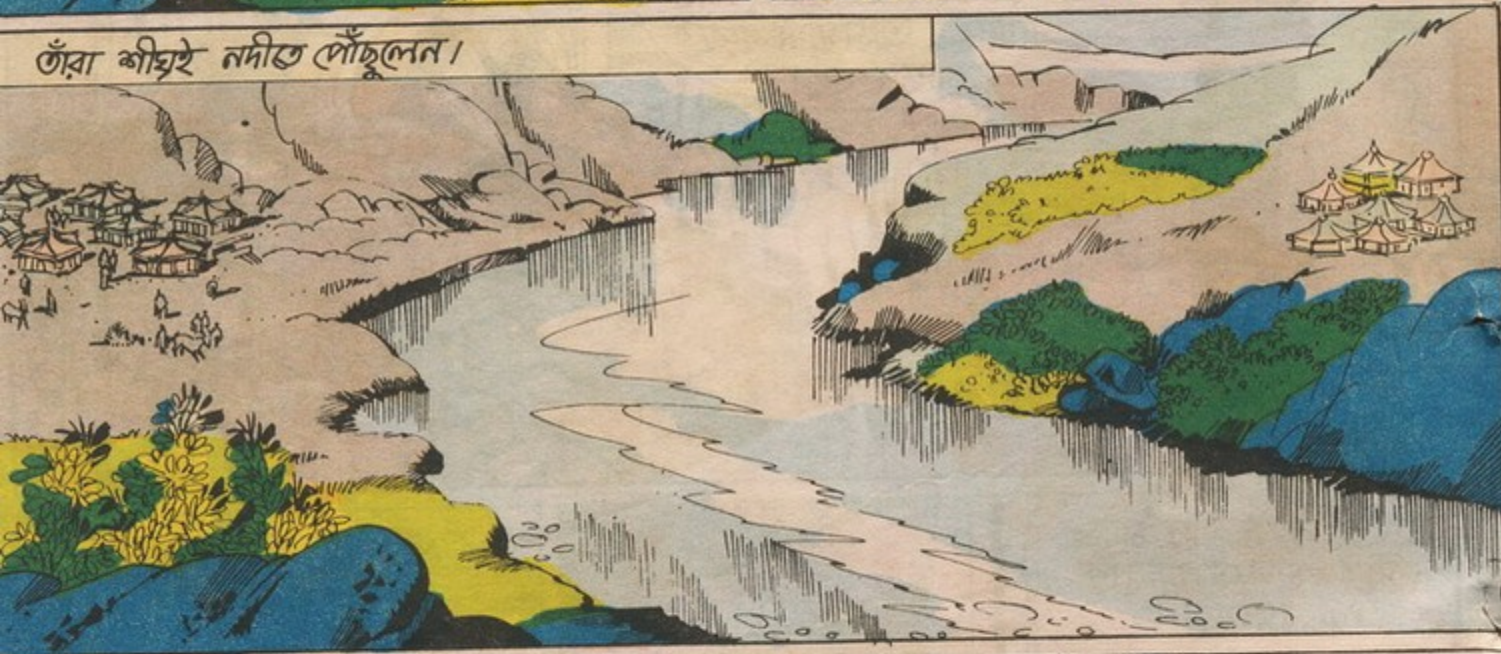
মাঘ মাস ফিরলে রাজা নরহরিশাহ সপরিবারে রানীমার সঙ্গে চেপেতে বার্ষিক স্নানের জন্য রওনা হলেন।
দ্রব্যশাহও তাই করলেন।
তাঁরা শীঘ্রই নদীতে পৌঁছুলেন।
দ্রব্যশাহ যেই নদী পেরুতে যাবেন—
হুজুর, একা যাবেন না। সঙ্গে কিছু সৈন্য নিন।
সৈন্য কেন?
ঠিক আছে... বলছিলাম বিপদ-আপদ।
যুদ্ধবাজ হয়ো না। আমি তাঁদের আশীর্বাদ চাইতে যাচ্ছি।

প্রবীরশাহ নদী পেরুলেন।

এবং বসন্তবতীর দিকে চলতে লাগলেন।

বৎস, দীর্ঘজীবী হও। মহত্তর গৌরবের অধিকারী হও।

তারপর যেই তিনি নরহরিশাহের দিকে ফিরলেন, তিনি পিছিয়ে গেলেন।
কেন দাদা?

আমি তোমার আশীর্বাদ চাই দাদা।

নরহরিশাহ ক্রূরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন
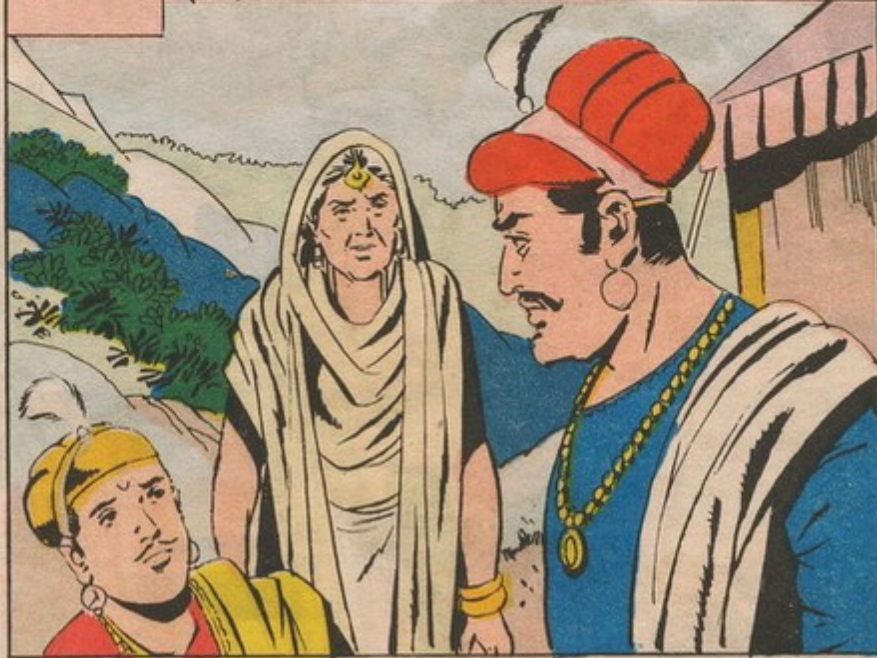
দ্রব্যশাহ তাঁর মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন...

...কখনও নদী পেরিয়ে পূর্বদিকে তোমার রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখো না।
আমার ছেলেরা সাহসী। তারা বিশ্বজয় করতে পারে। কিন্তু মনে রেখো...
...চেপে তোমাদের মা। তাকে অতিক্রম করা মানেই হবে আমার বুক পদদলিত করা। কখনও তা কোরো না।
দু-ভাই আপন আপন রাজ্যে ফিরে গেলেন। যুদ্ধ নিবারিত হল।
বহু দশক পরে দ্রব্যশাহের বংশধর পৃথ্বীনারায়ণ শাহ দুটি রাজ্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেন, নতুন দেশ পরিচিতি হয় নেপাল নামে।